কোনো

৭ম পরিচ্ছেদ

২০.৬.২০২০

১০/ নকুল মুখুজ্জে এবং হিতীশকে কোন ডাক্তারের কথা বলেছিল?

১১/ অরিন্দম ও বেলার ডাক্তারি কোনোকে চাঁদের পাহাড়ে হিতীশ অভিযানে যেতে বারণ করেছিল কেন?

১২/ কোনো সেদিন হিতীশের কাছে দুটো খাম বেশি চেয়েছিল কেন? তাতে হিতীশের কী মনে হয়েছিল?

১৩/ কোনোর দাদার কঙ্কালকে ঘেমতে গিয়ে ডুডোনাট কী যে আবিষ্কার হল তা নিজের ভাষায় উদাহরণ দেখ।

১৪/ তখন কোনোর কাছে কঙ্কালের কখন তাপদন কী ছিল? তাতে কোনোর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?

১৫/ সেদিনে কঙ্কাল কেন তত শোনাচ্ছে আড়ষ্টভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল?

(*) এর সাথে যে comprehension (গদ্য-কবিতা) দেব সেগুলো করে আসবে।

Question 2

Read the following passage carefully and answer in Bengali the questions **(i), (ii), (iii)** and **(iv)** that follow :

(নিম্নলিখিত রচনাটি ভাল করে পড়ে **(i), (ii), (iii)** এবং **(iv)** প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ ঃ)

প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপকরূপে যোগ দেন ১৯১৬ সালের ২-রা নভেম্বর। এই সময় তাঁর মাইনে ছিল এক হাজার টাকা। কুড়ি বছর ধরে তাঁর মাইনের প্রায় পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন যা দিয়ে গবেষণার জন্য ঘর তৈরী এবং কিছু গবেষক ছাত্রের জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর পেনসন থেকেও তাঁর ব্যক্তিগত খরচ মিটিয়ে কিছু গবেষক ছাত্রের খাওয়াদাওয়া এবং অজস্র দানের ব্যবস্থা হত।

আমাশা এবং অজীর্ণ রোগে ভোগার জন্য তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খুবই শৃঙ্খলিত। কোন নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে তিনি সঙ্গে একটা বড় মাপের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যেতেন। নিজে কিছু খেতেন না কিন্তু ছাত্রদের জন্যে বাটি ভর্তি করে খাবার নিয়ে আসতেন।

জানা যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সারা জীবনে ছয় লাখ টাকার মত রোজগার করেছিলেন। এই টাকার শতকরা নব্বই ভাগ ব্যয় করেছেন দান এবং জনহিতকর নানান কাজে। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষটিকে দেশের মানুষ তাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে "আচার্য" সম্বোধনে অভিহিত করেছেন। আর্ত, দুঃখী মানুষের সাহায্যের জন্য যখনই দেশের মানুষের কাছে হাত পেতেছেন, তাঁরাও অকৃপণভাবে সব কিছু তাদের প্রিয় আচার্যের হাতে তুলে দিয়েছে।

ইংরেজ সরকার প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি 'স্যর' উপাধি পরিত্যাগ না করায় বিতর্কের সৃষ্টি হলে তাঁর জবাব ছিল —বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা কাজের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যেটুকু আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়, তিনি ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে গেলে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর নিজের এবং ছাত্রদের গবেষণা কাজের স্বার্থরক্ষার জন্যই তিনি 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন নি। দেশের মানুষের কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝতে এতটুকু ভুল হয় নি।

প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক নতুন উন্নত মানের গবেষণাগার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত মারকিউরাস নাইট্রাইট-এর বিস্তৃত গবেষণা কাজের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিজ্ঞানসভায় নিজের গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পৃথিবীর রসায়নবিজ্ঞানে নাইট্রাইট গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর আসন ছিল প্রায় সম্রাটের মতো। রসায়নে মৌলিক গবেষণা কাজের সূচনা এবং ভারতে একটি স্কুল অফ কেমিস্ট্রি গড়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে রসায়ন বিজ্ঞানের জনকরূপে চিহ্নিত হলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

(i) অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের মাসিক আয় কত ছিল ? এই অর্থ তিনি কিভাবে ব্যয় করতেন ? [4]

(ii) ছাত্রদের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের বাৎসল্য এবং তাঁর প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধার নিদর্শন দাও। [6]

(iii) 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখ্যান না করায় কী হয়েছিল ? প্রত্যাখ্যান করেন নি কেন ? [5]

(iv) প্রফুল্লচন্দ্র কিভাবে ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠেন ? [5]